সমকাল

তারিখ ... 17 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

প্রক্টর ও রেজিস্ট্রারের মারামারি

সিকৃবিতে ৫৫ শিক্ষকের পদত্যাগ

■ সিলেট ব্যুরো

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) নিয়োগ পরীক্ষায় প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার রাতে প্রক্টর মো. আবদুল বাসেত ও রেজিস্ট্রার বদরুল ইসলাম শোয়েবের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার পর গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টির ৬৭ পদ থেকে ৫৫ শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করেছেন। রাতে এ নিয়ে উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম শাহী আলম বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসলেও কোনো কাজ হয়নি।

এর আগে মঙ্গলবারের মারামারির ঘটনায় দিনভর শিক্ষক পরিষদ ও অফিসার পরিষদের পক্ষ থেকে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন করা হয়। শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন করে আন্দোলন করেন। অন্যদিকে কর্মকর্তা পরিষদের নেতৃবৃন্দও কোনো কাজে যোগ দেননি। এ অবস্থায় ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

সিকৃবিতে ৫৫

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস ও নির্ধারিত নিয়োগ পরীক্ষাও হয়নি বলে জানা গেছে।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন ধরে সিকৃবির বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজ চলছিল। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে গতকালের নিয়োগ পরীক্ষায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় প্রক্টর ও রেজিস্ট্রারের মধ্যে। যা এক পর্যায়ে হাতাহাতি, এরপর মারামারিতে রূপ নেয়। এ সংবাদ জানার পর অন্য শিক্ষক ও কর্মকর্তারা গিয়ে তাদের থামান। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে সিকৃবির শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু সমকালকে বলেন, 'রেজিস্ট্রার বদরুল ইসলাম শোয়েব প্রক্টর আবদুল বাসেতকে লাঞ্ছিত করেছেন। এটি অপমানজনক একটি কাজ। শিক্ষক পরিষদ জরুরি মিটিং করে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু আমাদের দাবি মানা হয়নি। তাই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা পদত্যাগ করেছি।'

এ ব্যাপারে সিকৃবির কর্মকর্তা পরিষদের সভাপতি সানোয়ার হোসেন সমকালকে বলেন, 'রেজিস্ট্রার বদরুল ইসলাম শোয়েব একজন নিষ্ঠাবান মানুষ। অনৈতিক আবদার না রাখায় তাকে মারধর করেছেন প্রক্টর। আমরা প্রক্টরের অপসারণের জন্য উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে আলটিমেটাম দিয়েছি। আমাদের দাবি মানা না হলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এ ব্যাপারে রাতে উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম শাহী আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।